OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 616 - 621
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 616 - 621
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলায় মুসলিম সমাজে মাতৃভাষা প্রসারে ফুরফুরার পীর মাওলানা শাহ সুফী মহম্মদ আবুবকরের ভূমিকা

ড. সেখ জাহাঙ্গীর হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
সীতানন্দ কলেজ, নন্দীগ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর
Email ID : hossaindrskjahangir@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Influential Sufi, Muslim Society, Religious Reforms, Social Reform, Educational Reform, Mother tongue Bengali

Abstract
Abu Bakar (1846 - 1939) was an influential Sufi and Pir of Bengal in Eastern India. He was born at Furfura in West Bengal. Around him, a reform movement was developed in the Muslim society in different parts of Bengal and Assam at that time. As a result of his movement, religious reform, social reform, educational reform etc. took place in the Muslim society. He tried to use the mother tongue Bengali as the medium for all reforms in Bengal. In the Muslim society where Arabic-Persian-Urdu was given importance, being a member of the Ulema class, he did not consider Bengali English and Hindi as foreign languages. He struggled for the practice and spread of Bengali language in the field of education, religious field, social, cultural, magazine, newspaper writing, political awareness, book writing etc. He even made effective efforts to spread this language in Khankas, Mosques and Maktabs. In this article, the role of Abu Bakar in the practice of Bengali language is tried to be explained with analysis.

Discussion

ভূমিকা : আবুবকর কে ছিলেন? প্রথমেই সেই পরিচয় প্রদান করা যেতে পারে, কেন না তিনি কে ছিলেন পাঠকবৃন্দ হয়তো তা নাও জানতে পারেন; কারণ তাঁর অবদান নিয়ে গবেষণা ইদানিং বেশি হলেও পূর্বে তা পর্যাপ্ত ছিল না। ফলত সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজে তাঁর কিছুটা পরিচিতি থাকলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠক সমাজে তাঁর ততোটা পরিচয় গড়ে ওঠে নি। আবুবকর ছিলেন হুগলি জেলার ফুরফুরা শরীফের প্রধান পীর অর্থাৎ তিনি একজন ইসলাম ধর্মের ধর্মগুরু ও সুফী ছিলেন (১৮৪৬ - ১৯৩৯)।[১] কিন্তু এটি হল তাঁর প্রাথমিক পরিচয় এর বাইরেও তাঁর আরো এক পরিচয় আছে, যাঁরা তাঁর অবদান নিয়ে খোঁজ খবর রাখেন, তাঁরা হয়তো জানেন। আবুবকর ছিলেন অবিভক্ত বাংলা - আসামের সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজের একজন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যেমন বাঙালি সমাজে বিশেষ করে হিন্দু সমাজ ও ধর্মের কুসংস্কারগুলি দূর করে সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, মুসলিম সমাজ ও ধর্মেও নানা কুসংস্কার ও অনাচার সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল। মুসলিম সমাজের এই কুসংস্কারগুলি দূর করতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 616 - 621
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যাঁরা আন্তরিকভাবে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ফুরফুরার পীর সুফী আবুবকর। অর্থাৎ একজন ধর্মগুরু হলেও তিনি ছিলেন আসলে পুর্ব ভারতের মুসলিম সমাজের একজন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক। তাঁকে কেন্দ্র করে বিংশ শতকের শেষ ও একবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় ও পূর্ব ভারতে একটি আন্দোলনের মতো গড়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন আবুবকর এবং তার অসংখ্য মুরিদগণ যাঁরা হানাফি মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাদের দ্বারা এই আন্দোলন গড়ে ওঠেছিল।[২] এই আন্দোলনের ফলে মুসলিম সমাজে সমাজ সংস্কার, ধর্ম সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার, রাজনৈতিক সচেতনতা ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল। আবুবকর এই সমস্ত সংস্কারে মনোনিবেশ করেছিলেন সত্য কিন্তু সবার আগে তিনি যে বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়ে ছিলেন তা হল ভাষার বিষয়টিকে।[৩] তিনি বাংলাভাষকে ব্যবহার করে বা এই ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে ধর্ম - সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার ঘটিয়েছিলেন।

পটভূমি : আবুবকরের পূর্বে ও আবুবকরের সময়ে অবিভক্ত বাংলা ও আসামে মুসলিম সমাজে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা ছিল মূলত ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা।[৪] শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল মাদ্রাসা, খানকা, মসজিদ প্রভৃতি। সেখানে যে শিক্ষা প্রদান করা হত তা ছিল আরবী ফারসী কোরআন হাদিস প্রভৃতি ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষা। এই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন ওস্তাদ ও মৌলবী শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষা প্রদান করা হত সেখানে ভাষা হিসাবে আরবী ফারসী উর্দু ব্যবহার করা হত।[৫] কোরানের আরবী সূরাগুলি যখন শিক্ষার্থীদের শেখানো হত তখন শুধুমাত্র সেই আরবি সূরার পংক্তিগুলিকে আরবী ভাষায় ছাত্রদের মুখস্ত করিয়ে দেয়া হত, বঙ্গানুবাদের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হত না। এর পিছনে কিছু কারণ ছিল, যেমন মনে করা হত যে, যেহেতু মুসলিমদের ধর্মীয় ভাষা হল আরবী ও উর্দু তাই এই ভাষাতেই শিক্ষা লাভ করলে পূন্য সঞ্চয় বেশি হবে অথবা এমনও হতে পারে যে, যেহেতু গুরু পরম্পরায় ওস্তাদ বা মৌলবী শ্রেণীগণ আরবী উর্দু ফারসী শিখে এসেছে তাই তারাও হয়তো বঙ্গানুবাদে বিশেষ পারদর্শীতা অর্জন করতে পারেনি, ফলে মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষা প্রদানের বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যেত। তবে এখানে একটি কথা যে, কারণ অনুসন্ধানে আমার বিশ্লেষণ হয়তো যথার্থ নাও হতে পারে, কিন্তু এই বিষয়টি যথার্থই ছিল যে, মুসলিম সমাজে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা যথেষ্টই উপেক্ষিত ছিল। তখন যেহেতু শুধুমাত্র ধর্ম শিক্ষা ছিল প্রধান, বিজ্ঞান দর্শনের বিষয় ছিল নগণ্য তাই বাংলা ভাষার সাহায্যে সেগুলিকে শিক্ষার্থীদের কাছে বোঝানোর প্রয়োজনীয়তা প্রাধান্য পায়নি। বিষয়টি একজন সমাজ সচেতন সংস্কারক হিসেবে আবুবকরের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি।

পর্যালোচনা : আবুবকর কর্মজীবনে প্রবেশ করেন দ্বিতীয় বার হজ্জব্রত সম্পন্ন করে আসার পর।[৬] সম্ভবত তীর্থক্ষেত্র আরবে কয়েকজন ওয়াহাবী ও ফরাজি আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল, হতে পারে পীর সাহেব তাঁদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে ছিলেন। তাছাড়া বাল্য জীবনে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন ও ধর্ম বিষয়ে তিনি প্রভূত জ্ঞানও সঞ্চয় করেছিলেন। যেহেতু ধর্ম বিষয়ে প্রবল জ্ঞানের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন ফলে তার প্রভাবে তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, কুসংস্কারগুলি মুসলিম সমাজ ও ধর্ম জীবনের কতটা ক্ষতিসাধন করছে। তাই এগুলির উৎপাটনে তিনি তৎপর হয়ে ওঠেন। প্রথমেই তিনি আরবী - ফারসী ভাষা শিক্ষা লাভের জন্য ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। তিনি ধর্মীয় ভাবাবেগকে স্বীকার করে আরবী ও ফারসীর দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন বটে কিন্তু কয়েক বছর পরে মুসলিম সমাজের বৈষয়িক উন্নয়ন ও অন্যান্য জ্ঞান লাভের স্বার্থে অপর ভাষাগুলির গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে সমর্থ্য হলেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ওল্ড স্কিম অর্থাৎ পুরানো ঐতিহ্যবাহী ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি নতুন প্রতিষ্ঠান নিউ স্কিম মাদ্রাসা স্থাপনের উপর গুরুত্ব দিলেন।[৭]

নিউ স্কিম মাদ্রাসায় আরবী - ফারসী ও উর্দু ভাষার পাশাপাশি বাংলা ইংরেজি শিক্ষার উপর জোর দেয়া হয়। আবুবকর বাংলা ও আসামের বহু স্থানে যেমন ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন তেমনি কিছু নিউ স্কিম মাদ্রাসাও স্থাপন করলেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরবী ফারসী উর্দু ও ইংরেজি ভাষাগুলি শিক্ষাদান ও অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয়গুলি শিক্ষাদানের জন্য মাধ্যম হিসেবে বাংলা মাতৃভাষা ব্যবহারের উপর তিনি জোর দিলেন। এখন প্রশ্ন হল আবুবকর কেন নিউ স্কিম মাদ্রাসা স্থাপন করলেন? কেন তিনি পুরোপুরি ইংলিশ মিডিয়াম বা বাংলা মিডিয়াম কোন মডেল স্কুল গড়ে তুললেন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 616 - 621
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

না? এই প্রশ্নের জবাবে দেখা যায় যে তিনি এ বিষয়ে একটি বাস্তবসম্মত চিন্তাভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। মুসলিম সমাজে যেহেতু একটু ধর্মভাবাপন্ন সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, সেহেতু তিনি পুরোপুরি আরবী ফারসী শিক্ষা ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। যদি তিনি পুরোপুরি বাংলা মিডিয়ামের কোন স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন তাহলে সেখানে আরবী শিক্ষা উপেক্ষিত হতে পারতো, তাই আবুবকর সমাজের দাবি ও প্রয়োজনকে মেনে নিয়ে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চেয়েছিলেন যেখানে আরবী ফারসী শিক্ষাদান বহাল থাকবে এবং পাশাপাশি অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক বিষয় - গনিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিষয়গুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়।[৮] এই সমস্ত বিষয়গুলির শিক্ষা যেন বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রদান করে তা হৃদয়গ্রাহী করে তোলা যায় - তবেই এই শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থবহ হবে বলে তিনি মনে করেন অর্থাৎ তিনি চেয়েছিলেন মুসলিম সমাজ ইংরেজি শিখুন, বাংলা শিখুন, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয়গুলি শিখুন। পাশাপাশি ধর্মীয় বিষয়গুলোও শিক্ষা লাভ করুন। ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা দানের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের নৈতিক চরিত্র গঠন করতেও তিনি চেয়েছি।

আবুবকর, তাঁর মুরিদ ও তাঁর কিছু প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বহু মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল। সেগুলিতে আরবী-উর্দু-ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করা হত। এগুলির কিছু এখানে উল্লেখ করা যায়, যেমন পূর্ব বাংলার রংপুর, বগুড়া, বরিশালের শর্ষিনা, চট্টগ্রাম, বরিশালের সৈয়দপুর, চরপদ্দার, মির্জাবালু, তেলিয়াখালি, চরকাওয়ার মেহেরগঞ্জ, বগুড়ার বড় মেহার, দিনাজপুরের চন্দনবাড়ি বড়গাঁও, রংপুরের মাঠের বাজার, তবকপুর, কান্দিরহাট, নোয়াখালীর মীর আহম্মদপুর, পাঁচবেড়িয়া, ফেনী, পাবনার তারাবেড়িয়া, উলট, হাদোল, শিবরব, পুষ্পপাড়া, ধূলাউড়ি ও খুলনার বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত মাদ্রাসা সমূহ। নদীয়ার আমবেড়িয়া, হুগলির পাঁচলা, কলকাতার এনায়েত নগর প্রভৃতি স্থানে বহু মাদ্রাসার স্থাপিত হয়েছিল আবুবকরের এর উদ্যোগে।[৯] ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ফুরফুরাতে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় একটি বাংলা মাধ্যমের আবাসিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়াও আবুবকর মেঘালয়ের গারোহিল জেলার তুরা থানার মহেন্দ্রগঞ্জ গ্রামে একটি শিশু শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন।

আবুবকর ধর্মগুরু ও সংস্কারক ছিলেন। প্রথাগত শিক্ষা প্রদানের জন্য তিনি যেমন বহু মাদ্রাসা, মক্তব, স্কুল প্রতিষ্ঠাতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তেমনি আধ্যাত্মিকতা চর্চার জন্য নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। যেমন দায়েরা শরীফ (১৯২১), কাদিমী খানকাহ, দরবার শরীফ বা তালিমগাহ্ ইত্যাদি।[১০] আবুবকর এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে আধ্যাত্মিক বিদ্যা চর্চা মুরিদ বা শিষ্য ও অতিথী দিগকে প্রদান করতেন। এখানে যে সমস্ত শিক্ষা প্রদান করা হত সেগুলি হল তাসাউফ শিক্ষা, তাওয়াজুহ প্রদান, মোরাকাবা, মোসাহাদা, ইবাদত, নকশবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, চিশতিয়া তরিকার অনুশীলন ইত্যাদি।[১১] এই সমস্ত শিক্ষার বিষয়গুলি ছিল মূলত ধর্মীয় এবং এগুলির ভাষা ছিল আরবী ফারসী উর্দু ইত্যাদি। এগুলি যখন তিনি শিশুদের শিক্ষা দিতেন তখন তিনি বাংলা ভাষায় তরজমা বা ব্যাখ্যা করে তা বুঝিয়ে দিতেন। শুধুমাত্র আরবী-ফারসীতে সূরা বা শ্লোকগুলিকে মুখস্ত করিয়ে তিনি দায়িত্ব সেরে দিতেন না, শিক্ষা বা ধর্মীয় অনুশীলন যাতে অর্থবহ ও কার্যকরী ভাবে গড়ে ওঠে, তার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানকে অত্যন্ত কার্যকরী পন্থা হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক বিদ্যা চর্চার কেন্দ্রগুলিতে দেশ-বিদেশের নানা শিক্ষার্থীরা বিদ্যা চর্চা গ্রহণ করতে আসতেন। এই বিদ্যা চর্চা প্রদানের প্রধান কেন্দ্রটি ছিল ফুরফুরা। এখানে যেমন ব্রহ্মদেশের মানুষ আসতেন, আসামের মানুষ আসতেন, বাংলাদেশের মানুষ আসতেন, তেমনি বহু স্থানীয় শিক্ষার্থীরাও এখানে যোগদান করে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করতেন।[১২] আবুবকরের কাছে ধর্ম শিক্ষা লাভ করে বহু মানুষ বিখ্যাত হয়েছেন। এমন কিছু ব্যক্তির নাম এখানে উল্লেখ করা যায়, যেমন মেদিনীপুরের সুফি আব্দুল মাবুদ, পূর্ব বাংলার সুফি তাজাম্মুল সিদ্দিকী হোসেন, বাংলার মাওলানা নিসারুদ্দিন আহম্মদ, বসিরহাটের রুহুল আমিন, যশোরের সুফি সদরুদ্দিন আহম্মদ, কুমিল্লার পীর হাতেম সিদ্দিকী, পূর্ব বাংলার ডঃ শহিদুল্লাহ প্রমূখ।[১৩] আবুবকর মনে করতেন যে এই সমস্ত বিদ্যার্থীগণ হলেন তাঁর রুহানি বা আত্মার সন্তান। তাই তিনি তাদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে শিক্ষা প্রদান করতেন। আবুবকর তাঁর ছাত্রদের নির্দেশ দিতেন যে, তারাও যেন তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের যে জাহেরি বা পার্থিব এবং বাতেনি বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করবেন তা যেন অত্যন্ত সহজবোধ্য হয় এবং মাতৃভাষার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 616 - 621
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মাধ্যমে বোধগম্য করে শিক্ষা দান করা হয়। এক্ষেত্রে বাংলার জন্য বাংলা ভাষা, আসামের জন্য অসমীয়া এবং ব্রহ্ম দেশের জন্য তাদের মাতৃভাষা ব্যবহারের কথা তিনি বলেছিলেন, তবেই সেই শিক্ষা স্থায়ী হবে বলে তিনি মনে করেন।

আবুবকর তার শিক্ষা জীবন সমাপনের পর বাংলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে ধর্মীয় বক্তব্য পরিবেশন করতেন। এর দ্বারা তিনি ইসলাম ধর্মের মূল আদর্শ যা তাদের সততার পথে, ন্যায় পরায়নতার পথে নিয়ে আসতে পারে, মুসলিম জনগণ সত্যবাদীতার পথে আসতে পারে, হালাল অর্থাৎ বৈধ উপার্জনে মনোনিবেশ করতে পারে - তার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। তিনি এই সমস্ত ওয়াজ বা ধর্মীয় বক্তব্যের প্রথম দিকে আরবী ফারসী উর্দু ইত্যাদি ভাষা ব্যবহার করলেও বক্তব্যের মধ্যম অংশ থেকে শেষপর্যন্ত বাংলা ভাষা ব্যবহার করে, জনগণকে নৈতিক শিক্ষার বিষয়গুলি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন। তিনি এত ভালো হাদিস কোরানের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করতে পারতেন যে তার জলসা বা সভাগুলিতে হাজার হাজার মানুষ তা শ্রবন করে, শিক্ষা লাভ করার জন্য অংশগ্রহণ করতে আসতেন।[১৪] আবুবকর তার শিষ্যদের খুবই বিনয়ের সঙ্গে এই উপদেশ দিতেন যে শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন করলেই হবে না তা আমল অর্থাৎ শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাত্রা গড়ে তুলতে হবে অর্থাৎ তিনি প্রয়োগের বিষয়টির উপর জোর দিয়ে ছিলেন। এই বিষয় টিকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পথ খুঁজে পাননি। আবুবকরের মুরিদ ও শিষ্যগণ যারা আবুবকরের সংস্পর্শে আসেন তারাও যখন গ্রামাঞ্চলে ধর্মীয় ও নৈতিক বক্তব্য পেশ করতে যেতেন তখন তারা সুরা বা শ্লোক তেলাওয়াত আরবি ভাষাতে উপস্থাপন করলেও বাংলা ভাষায় তা অনুবাদ করে গ্রামবাসীদের তা বুঝিয়ে বলে দিতেন। কেননা এ ব্যাপারে আবুবকরের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে বক্তব্য শ্রোতাদের ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হল বক্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

ফলাফল : আবুবকরের পূর্বে আলেম বা ধর্মগুরু শ্রেণী ধর্মীয় কাজে জনগণের কাছে যে বক্তব্য পেশ করতেন সেখানে তারা বেশিরভাগ সময়ে আরবী ও উর্দু ভাষা ব্যবহার করতেন। কেননা তাঁরা মনে করতেন যে, যেহেতু কোরান ও হাদিসের ব্যবহৃত ভাষা আরবী, তাই এই ভাষার কদর অনেক বেশি। অন্যদিকে ইংরেজি বাংলা ইত্যাদি ভাষাকে বিধর্মীদের ভাষা হিসেবে গণ্য করা হত। আবুবকর এর তীব্র বিরোধিতা করেন, তিনি বলেন যে সৃষ্টিকর্তার কোন নিজস্ব ভাষা নেই। যেহেতু সমস্ত মানুষই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি তাই সমস্ত মানুষের ভাষায় তিনি অবগত আছেন। তাই সমস্ত ভাষাতেই ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রদান করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন। আবুবকরের পূর্বে মসজিদগুলিতে জুম্মার দিন শুক্রবার যে খুতবা পেশ করা হতো তা আরবীতে পেশ করা হত। সুফি আবুবকর বললেন যে খুতবা আরবীতে পেশ করা হোক এতে কোন অসুবিধা নেই, এটি ইসলামের নিয়ম কিন্তু তার পূর্বে দশ-পনেরো মিনিট ওই বক্তব্য বাংলা ভাষায় শ্রোতা মন্ডলীকে বুঝিয়ে দিতে হবে না হলে তারা এই বক্তব্যগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না।[১৫] আবুবকরের কৃতিত্ব এইখানেই যে তিনি শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার মত একটি দিক দিয়ে বাংলা ভাষার চর্চা বা প্রসার ঘটাতে চান নি, যেখানে যেদিক দিয়ে সুযোগ পেয়েছেন সেই দিকে দিয়েই বাংলা ভাষার ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়েছেন। গুরুত্ব দিয়েছেন শুধুমাত্র এই কারণে যে বাংলা মাতৃভাষার মাধ্যমে একমাত্র কার্যকরী স্থায়ী ও ফলপ্রশুভাবে শিক্ষার আদান-প্রদান সম্ভব। আর এই শিক্ষা গ্রহণ শুধুমাত্র বিদ্যালয়, মাদ্রাসা নয়, আধ্যাত্মিকচর্চা, ওয়াজ নসিয়ত, সংবাদপত্র পাঠ সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যদিয়েই সম্ভব বলে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। এই জন্য তিনি বিভিন্ন অঞ্চলগুলিতে যখন পরিভ্রমণ করেছেন তখন তিনি পুস্তক নিয়ে গেছেন ও জনগণকে পুস্তক পাঠের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। ওয়াজের মহফিলগুলিতে পুস্তক বিতরণ করেছেন। ইসালে সওয়াবে পুস্তকের দোকান স্থাপনকে সমর্থন করেছেন।

আবুবকর জানতেন যে হেদায়েত বা স্থায়ীভাবে সততার পথে জনগণকে নিয়ে আসতে হলে গ্রন্থ একটি অন্যতম মাধ্যম। বেশকিছু গ্রন্থ তিনি নিজে রচনা করেন, আবার তাঁর শিষ্য মন্ডলীদের সাহায্যেও বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। আবুবকর নিয়মিত মুরিদ বা শিষ্যদের উৎসাহ দিতেন গ্রন্থ রচনা করার জন্য। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে আছে মিলাদে মোস্তফা, মাযহাব মীমাংসা, আখেরি জোহর, ইসলাম ও সংগীত, খিলাফত-সংগীত ইত্যাদি।[১৬] এই সমস্ত গ্রন্থগুলি বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছিল, যদিও এই সমস্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিল ইসলামিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক তথাপি এই বিষয়গুলিকে বাংলা ভাষায় জনগণের বোধগম্য করে রচনা করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। আবুবকরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 616 - 621
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভাষায় বহু গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমের দিকে এই বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইসলাম প্রচারক (১৮৯৭), সুধাকর (১৮৮৯), মিহির ও সুধাকর (১৮৯৫), সুলতান (১৯০২), নবনূর (১৯০৩), ইসলাম দর্শন (১৯২০), রওশানে হেদায়াত (১৯২৪) ইত্যাদি। পূর্ব ভারতের বাংলাতে আঞ্জুমানে ইত্তেকাফ ইসলাম (১৯১২), বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি (১৮৯৯), বঙ্গীয় ইসলাম মিশন (১৯০৪), আঞ্জুমানে উলামায়ে বাংলা (১৯১৩), বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি (১৯১১), নুরুল ইমান জামাত (১৮৯৯), প্রভৃতি মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১৭] এই সমস্ত মিশনের সঙ্গে পীর সুফি আবুবকরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগ ছিল। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান গুলির সমস্ত কার্যবিবরণী বাংলা ভাষায় লিখিত হত। আবুবকর আরবী ফারসীতে অত্যন্ত দক্ষ হওয়া সত্বেও এই সমস্ত কার্যবিবরনীর শুরুতে অথবা উপরি উল্লেখিত পত্রিকাগুলির সূচনা অংশে প্রারম্ভিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন বাংলাতেই মুদ্রিত করতেন। যেমন তিনি এভাবে লিখতেন - বিসমিল্লা হির রহমানের রহিম অর্থাৎ পরম করুনাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি - সুতরাং বাংলা ভাষা ব্যবহারে আবুবকরের আন্তরিক ভূমিকা ছিল।

উপসংহার : ফুরফুরার পীর আবুবকর নারী শিক্ষার বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি ফুরফুরায় গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা করে গিয়েছিলেন যেটি, পরবর্তীকালে তাঁর উত্তর-সূরিদের প্রচেষ্টায় আরো বৃহৎ আকার ধারণ করেছিল। তিনি শিশু-শিক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন। তাঁর অন্যতম শিষ্য মাওলানা রুহুল আমিনকে দিয়ে তিনি দুটি গ্রন্থ রচনা করিয়েছিলেন। এই গ্রন্থগুলি রচনার ক্ষেত্রে তিনি আন্তরিক পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। এগুলি হল বালকনূর ও বালিকানুর।[১৮] এগুলি শিশুদের কিভাবে সহজ ভাষায় শিশু মনস্তত্ত্ব বুঝে পড়াতে হবে তার বর্ণনা আছে। বলাবাহুল্য যে, এই গ্রন্থ দুটি বাংলা ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন যে, আবুবকর তো এই বাংলাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তিনি বাংলা ভাষাতে কথা বলবেন অথবা বাংলা ভাষাতে শিক্ষা প্রদান করবেন এবং বাংলা ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করবেন, সেটাই স্বাভাবিক, এতে কৃতিত্বের কি আছে? আপাত বিচারে কোনো কৃতিত্ব নেই বলেই মনে হয়, কিন্তু পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে যে আবুবকর একজন আলেম শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। সাধারণভাবে উলেমা শ্রেণী আরবী ও ফারসী ছাড়া ইংরেজি ও বাংলা ভাষাকে বিধর্মীদের ভাষা বলে গণ্য করতেন, ফলত:ই তাঁরা অধিকাংশই বক্তব্য প্রদর্শন বা গ্রন্থ রচনার মধ্যে ধর্মীয় ভাষা ব্যবহার করেন। আবুবকর কিন্তু এই গণ্ডি থেকে বের হতে পেরেছিলেন। তিনি যাবতীয় ভাষাকে বৈধ বলে মনে করতেন এবং বাংলা ইংরেজি সব ধরনের ভাষাই ব্যবহার করেছিলেন।[১৯] তাছাড়া আবুবকর নিজে আরবী ফারসী ভাষাতে যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি জনগণের বোধগম্যতার স্বার্থে সহজ সরল বাংলা ভাষা ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে বাংলা ভাষা ছিল প্রধান ভাষা। বাঙালী হিন্দু সমাজে বাংলা ভাষা যতটা যত্নের সঙ্গে ব্যবহৃত হত, বাঙালী মুসলমান সমাজে কিন্তু তা হত না। ধর্মীয় কাজে তো আরবী-উর্দু ভাষার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ধর্মীয় শিক্ষাগার গুলিতেও একই অবস্থা ছিল। এমনকি মুসলিম সমাজের সাধারণ মানুষ যে কথ্য বাংলা ভাষা ব্যবহার করতেন তাতে অনেক আরবী উর্দু হিন্দি ভাষার সংমিশ্রণ ছিল। সুতরাং ইসলামীক ভাষার প্রতি পূর্ব ভারতের মুসলিম সমাজ কিছুটা গুরুত্ব দিতেন বলেই মুসলিম সমাজে কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে এই সংমিশ্রণ এসেছিল। আবুবকর মুসলিম সমাজে ভাষার ক্ষেত্রে বিদেশি ভাষার প্রতি এই প্রীতির ভাবটিকে উৎপাটিত করতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ সফল হননি ঠিকই, কিন্তু ফুরফুরার প্রভাবিত অঞ্চলগুলিতে ধর্মীয় কাজে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, সংস্কৃতি চর্চায় এবং কথ্য ভাষায় বাংলা ভাষার ব্যবহার যে বৃদ্ধি পেয়েছিল, একাধিক ক্ষেত্র সমীক্ষায় তা উঠে এসেছে। আবুবকর এর আরেকটি উদ্যোগ এখানে উল্লেখ্য, তা হল আকায়েদ ইসলাম গ্রন্থে আরবী ও উর্দু ভাষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে ছিল এবং এই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের কথা বলা হয়ে ছিল। আবুবকর এর তীব্র বিরোধিতা করেন। মুরিদ ফজলুল হক আকায়েদ ইসলামের প্রতিবাদ করে আফতাবে হেদায়েত ফিরদ্দে মহতাবে জালাল গ্রন্থ রচনা করে আরবী ফারসীর বিরোধিতা করেন এবং বাংলা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান বহাল রাখেন।[২০] সুতরাং একজন একজন সুফী, ধর্মগুরু ও উলেমা শ্রেণীর মানুষ হয়েও আবুবকর বাংলা মাতৃভাষা চর্চা ও প্রসারের জন্য যে সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে স্মরণীয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 616 - 621
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. মাবুদ, আব্দুল. ছোয়া নেহে ওমরি গাউছে সামদানী আবুবকর সিদ্দিকী, কলকাত, সিরাজী প্রেস, ১৩৪১, পৃ. ৫
২. সাক্ষাৎকার, সেখ বাসারত হোসেন, অধ্যাপক, বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, হরিপাল, হুগলী, ২০/১০/২০০৭
৩. বাহাউদ্দিন, সৈয়দ, বাংলার শ্রেষ্ঠ উলেমাদের জীবন ও কর্ম একশ বছরের ইতিহাস(১৯০১-২০০২), ফুরফুরা, দি কম্পিউটার পয়েন্ট, ২০০৯, পৃ. ৭
৪. বেঙ্গল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, রিপোর্ট অন পাবলিক ইনসট্রাকশান, ১৮৮৫-৮৬, পৃ. ১ - ২
৫. জেনারেল ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশন ব্রাঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, প্রসিডিংস, ১৮৫৩, নং ৯৯
৬. সাত্তার, আব্দুস, মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকি (রহমতুউল্লাহ আলাইহে) পীর কেবলার জীবনচরিত, ঢাকা, প্রেস বাংলা, ১৯৩৯, পৃ. ৬৬
৭. আমিন, রুহুল, হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী, বসিরহাট, মাজেদিয়া প্রেস, ১৯৩৯, পৃ. ৩৩
৮. তদেব, পৃ. ৩৩
৯. ইসলাম দর্শন, প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা, ১৩২৭, পৌষ, পৃ. ৪৩২
১০. রহমানী, মোবারক আলী, ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত, কলকাতা, প্রিন্টেক্স ইন্ডিয়া, ১৯৮৪, পৃ. ৬১
১১. আমীন, রুহুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
১২. সাত্তার, আব্দুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭
১৩. রহমানী, মোবারক আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
১৪. বারি, আবদুল, ফুরফুরার ইসালে সওয়াব দর্শন, নোয়াখালী, সুজাপুর ইসলামীয়া লাইব্রেরী, ১৯২৪, পৃ. ১১
১৫. আমীন, রুহুল, বঙ্গানুবাদ খোৎবা, ৪৭নং রিপনস্ট্রিট, হানাফি প্রেস, ১৯২৭, পৃ. ৫০ - ৬০
১৬. সিদ্দিকী, বাকীবাল্লাহ, পীর সাহেবের জীবন চরিত্র, পাবনা, হেরা পাবলিকেশন, ১৯৭৩, পৃ. ১২
১৭. বাহাউদ্দিন, সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
১৮. রহমানী, মোবারক আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
১৯. আমিন, রুহুল, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২
২০. বাহাউদ্দীন, সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০